দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 11 JUL 2012
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে ডিসিদের তদারকি করার পরামর্শ শিক্ষামন্ত্রীর

□ স্টাফ রিপোর্টার

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে জেলা প্রশাসকদের তদারকি করার পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল মঙ্গলবার জেলা প্রশাসক সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্য অধিবেশন শেষে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা জানান। জেলা প্রশাসক সম্মেলনের প্রথম কার্য অধিবেশনে জেলা প্রশাসকরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা নিয়ে জেলা প্রশাসকদের কাজ করতে বলা হয়েছে। দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত গরিব ও মেধাবী

পৃঃ ১৫ কঃ

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে ডিসিদের

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা প্রদানে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট সফল করতে সকলে প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জানান, জেলা প্রশাসকরা বেসরকারি বিদ্যালয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণের সুপারিশ করেছেন। সম্মেলনে বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের বিষয় তুলে ধরেন সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক। খুলনার বিভাগীয় কমিশনার এবং নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে জেলা প্রশাসককে প্রধান করে নিয়োগ বোর্ড অথবা কেন্দ্রীয় সার্ভিস কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছেন।

অন্যদিকে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের প্রধান হিসাবে সরকারি কর্মকর্তাদের মনোনীত করার দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রাম, বাগড়াছড়ি ও নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক।

তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সভা শেষে সাংবাদিকদের বলেন, বর্তমানের নীতিমালা মেনেই পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি নিয়োগ দেয়া হবে। বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি থাকছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণের সুপারিশ করলেও শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, সভাপতির যোগ্যতা নতুন করে নির্ধারণ করা হবে না। কারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও অনেক শিক্ষানুরাগী রয়েছেন।

কক্সবাজার, বাগড়াছড়ি, রংপুর ও রাজশাহীর জেলা প্রশাসক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার এখতিয়ার জেলা প্রশাসকদের দেয়ার দাবি জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অনেক সময় বিশেষ কমিটি গঠন করে জেলা প্রশাসকসহ অন্য সরকারি কর্মকর্তাদের সে কমিটিতে রাখা হয়। এছাড়া জেলা প্রশাসকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো অভিযোগ তদন্ত করতে পারেন। তারা যে কোনো সুপারিশ দিলে আমরা তা গ্রহণ করব।

শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রেষণে প্রশাসনের বিভিন্ন আয়গায় নিয়োগের বিরোধিতা করে বক্তব্য দিয়েছে কয়েকজন জেলা প্রশাসকরা। তারা বলেছেন, প্রেষণে শিক্ষকদের প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হলে শিক্ষক স্বল্পতা দেখা দেয়।

প্রাথমিক (পঞ্চম শ্রেণী ব্যতীত) এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (অষ্টম শ্রেণী ব্যতীত) সমাপনী/বার্ষিক পরীক্ষা একই দিনে এবং অভিন্ন প্রশ্নে জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে নেয়ার সুপারিশ করেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার।

উপবৃত্তিতে সমতা এনে উপবৃত্তি প্রকল্পের বাইরে থাকা শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি মওকুফের সুপারিশ করেছেন কয়েকজন জেলা প্রশাসক।

ঘরে পড়া রোধে শিল্পাঞ্চল, পাহাড়ী ও নদী ভাঙন এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক নৈশকালীন পাঠদান চালু এবং বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে এসব এলাকার শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও ফুডফিডিংসহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর সুপারিশ উঠে এসেছে।

জেলা প্রশাসকদের এসব সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই বিষয়গুলো ভেবে দেখা হবে। অধিবেশনে ১৬ জন জেলা প্রশাসক বিভিন্ন সমস্যা এবং সুপারিশ তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভূইয়ার সভাপতিত্বে সভায় শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন, প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন বক্তব্য দেন।